দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ OCT. 30 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

# রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও অশুভ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হোক

বর্তমানে ছাত্র রাজনীতি বাংলাদেশকে এক অন্ধকার জগতের দিকে ধাবিত করছে। ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলে অস্ত্রের ঝনঝনানি। রাজনৈতিক দলের ওপর মহলের নেতারা ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি হিসাবে ছাত্রদের ব্যবহার করছে। ঐসব নেতাই ক্ষমতার মুকুটের মোহে দুঃসাহসী তরুণ ছাত্র ভাইদের হাতে তুলে দেয় অস্ত্র এবং অর্থ। তারা তাদের সব ধরনের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ডাকাতি, মস্তানি খুনোখুনী, গোলাগুলি, বোমাবাজি, অস্ত্রবাজি, সন্ত্রাস, রাহাজানি, বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজে লেলিয়ে দেয়। যার ফলে শিক্ষাঙ্গনের শান্ত পরিবেশ অশান্তির মহাপ্রলয়ঙ্করী আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধূলিসাত করে। নিজ স্বার্থ চরিতার্থের এমন ন্যক্কারজনক নজির কোন সভ্য দেশে আছে কিনা আমাদের জানা নেই।

দুর্ভাগ্যই বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির। এমন গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার পর তার শিক্ষাব্যবস্থা, গোটা শিক্ষাঙ্গণ এবং গোটা ছাত্র সমাজ এদের হাতে জিম্মী হয়ে পড়বে-- এমনটি অকল্পনীয়। দেশের ভবিষ্যত ছাত্র সমাজকে এভাবে যারা ধ্বংসের অতল সাগরে ডুবাতে চায়- তারা দেশ ও জাতির বন্ধু হতে পারে না, শত্রু পদবাচ্য। তারা দেশ ও জনগণের দুশমন। দেশপ্রেমী প্রতিটি বিবেকবান মানুষই এ প্রেক্ষাপটে পদে পদে উপলব্ধি করছেন ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা কতটুকু প্রয়োজন। পত্রিকার পাতাগুলো খুললে প্রথমেই চোখে পড়ে ছাত্রদলের কর্মীদের হাতে ছাত্রলীগের নেতার (উভয় দলের সংঘর্ষে) মৃত লাশ, অথবা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হাতে ছাত্রদলের কর্মীর মৃত্যু, লাশ। এভাবে অগণিত ছাত্র অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ছাত্র নামধারী এই সন্ত্রাসী ও গণবিরোধী শক্তির অসামাজিক কার্যকলাপ ভস্মীভূত ও বিষাক্ত করে তুলছে গোটা সমাজজীবন, দেশটাকে। স্পষ্টতই অপরাজনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশের আজ এই করুণ পরিণতি। রাজনীতির কোন্দলে কত ছাত্রের যে জীবন দিতে হয়েছে, কত মায়ের কোল খালি হয়েছে, হচ্ছে এবং আরও কত প্রাণ দিতে হবে কে জানে? ছাত্র রাজনীতির এই দুষ্টভূত নিঃশেষ না হলে এ থেকে জাতিগত মুক্তি দুরূহ হতে বাধ্য। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, "আমি ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেদিলাম। কিন্তু বিএনপি তা করেনি।" জনগণ তা জানেন, সেদিন কেন শেখ হাসিনা ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিত করেছিলেন। ছাত্রলীগের উপদলীয় কোন্দলে মনিরুজ্জামান যখন নিহত হয়, তখন তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ আরও অনেক আগেই দেয়া উচিত ছিল। কারণ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এইচএম এরশাদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করানর জন্য সকল রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। জাতীয় ছাত্র সমাজের দোর্দণ্ড দাপট তখন ভার্সিটিসহ প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল। সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে জাতীয় ছাত্রসমাজের আওতার মধ্যে ছিল জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠনসমূহ। বাবা-মার আশার প্রদীপ কোন ছেলে সন্ত্রাসী রাজনীতির কবলে পড়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হোক-- এটা তিনি চাননি। বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন বেগম জিয়া বলেছিলেন, বিরোধী দলকে মোকাবিলা করার জন্য আমার ছাত্রদলের ভাইয়েরাই যথেষ্ট। তদ্রুপ এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় যদি এরশাদ সাহেব বলতেন, বিরোধী আন্দোলন মোকাবিলা করার জন্য আমার জাতীয় ছাত্র সমাজের ছেলেরাই যথেষ্ট। অবশ্যই তখন সেটা সম্ভব হতো। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এরশাদ তা চাননি।

বর্তমানে ছাত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক বেহাল চিত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরস্পরবিরোধী সংগঠনের ছাত্রদের বন্দুকযুদ্ধে মা-বাবার বুক খালি হয়, বারবার রণক্ষেত্রে পরিণত হয় শিক্ষাঙ্গন। সেশন জট, চাঁদাবাজি, মস্তানি এসব নিত্যকার ঘটনা। রাজপথে ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করতেও কেউ কুণ্ঠাবোধ করছে না। ভার্সিটির একজন ডিপি ছাত্রলীগ নেতা চুন্নুকে হত্যা করে ছাত্রদলের উৎসব মিছিলে 'হৈহৈ রৈরৈ চুন্নু ভিপি গেল কৈ' স্লোগানে মুখরিত হয়। তেমনিভাবে ছাত্রদলের ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষে মোহনগঞ্জ পৌর ছাত্রদলের নেতা হুমায়ূন রশিদ শিল্পীকে প্রকাশ্য দিবালোকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে সকল দলের প্রতি আহ্বান' নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য।

১৯৯১-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেছেন, "ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য আমরা দীর্ঘদিন থেকে দাবি জানিয়ে আসছিলাম। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আমাদের সেই মনের কথাই বলেছেন। '৯১-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আরেক উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমান বলেছেন, "ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানিয়ে রাষ্টপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন।" ১৯৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী বলেছেন, দেশের প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত।

অথচ এককালে এই ছাত্র রাজনীতিই দেশের জন্য, জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে শ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছিল এ দেশের ছাত্র সমাজ। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির এই কলঙ্কিত চিত্র তখন ছিল না।

তাই এই অসুস্থ রাজনীতির করাল গ্রাস থেকে দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার ছাত্র ভাইদের রক্ষার জন্য এবং দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে "ছাত্র রাজনীতি" বিলুপ্ত ঘোষণা করে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য ক্ষমতাসীন সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

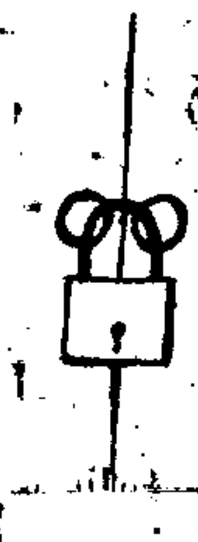

*মোঃ নজরুল ইসলাম*
*(শুচি)*
ধর্মপাশা ডিগ্রী কলেজ,
মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।